তান লী দা সম্পর্কে

তান লী দার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারিক সংযোগের কথা লিখতে গেলে পুরোনো ইতিহাস থেকে শুরু করতে হয়

শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং তান পরিবার

তান লীর পিতৃদেব, স্বর্গত তান ইউন শান (Tan Yun Shan), ১৮৯৮ শালে চীন দেশের হুনান প্রদেশে জন্মেছিলেন, এবং ছেলেবেলায় তাঁর পিতা ও মাতাকে হারান। একুশ বছর বয়সে হুনান টিচার্স কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে তিন বছর স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা নেন তুলনামুলক চীন ও পশ্চিমী শিক্ষা ও দর্শনে। ১৯২৪ শালে তান সাহেব মালয় পৌছন। উদ্যেশ্য ছিল চার বছর শিক্ষকতা করবেন, তারপর যাবেন ভারতবর্ষে, এবং পাঁচ বছর কাটাবেন বৌদ্ধ ধর্ম এবং বৈদিক ধর্ম দর্শন শিখতে। এবং তার পর, সুযোগ থাকলে, পশ্চিমে যাবারও একটা প্রকল্প ছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী, মালয়ে তিন বছর থাকাকালীন তান সাহেবের সিঙ্গাপুরে ১৯২৭ শালে রবীনদ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত তানকে শান্তিনিকেতনে আসতে আহ্বান করেন, চীনা ভাষার চর্চা এবং শিক্ষকতা শুরু করতে। তান সাহেব ১৯২৮ শালে প্রথম আসেন শান্তিনিকেতনে, পরিবারকে মালয়ে রেখে। বিশ্বভারতী 'International' বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি একদিকে চীনা ভাষা এবং দর্শন শেখাতে শুরু করেন, এবং একই সঙ্গে ঘারতীয় পন্ডিতদের কাছে (ক্ষিতিমহন সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী ইত্যাদি) সংস্কৃত শিক্ষা শুরু করেন। তাঁর একাধিক লেখা চীন দেশে প্রকাশিত হয় - ভারতীয় সভ্যতা, বিশ্বভারতী আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং মহাত্মা গান্দীর অহিংসা পদ্ধতি অবলম্বন করে ভারতের স্বাধীনতাচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে।

১৯৩০ শালে তান সাহেব প্রাচ্যদেশ ঘুরতে যান শান্তিনিকেতনের জন্য, বিশেষ করে চীনা ভবনের জন্য অর্থ যোগাড় করতে - এবং Sino-Indian cultural society তৈরি করতে, চীনে এবং ভারতবর্ষে। ১৯৩১ শালে তিনি তিব্বতে জান দলাই লামার অতিথি তয়ে এবং তাঁর অনুরোধে তাঁর এক চিঠি নিয়ে আসেন মাহাত্মা গান্ধীকে লেখা। ঘোড়ায় চড়ে পার্বত্য পথে লাসা থেকে কালিংপং আসেন তিব্বতের শুভেচ্ছা নিয়ে।

১৯৩৩ শালে চীনের নানজিং শহরে প্রথম Sino-Indian Cultural Society স্থাপিত হয়- যার খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। ১৯৩৪ শালে তান সাহেব আবার ভরতে আসেন Sino-Indian Cultural Society'র ভারতীয়

তান লী পরিচিতি

chapter খুলতে - এবং সে বছরই September'এ এটি স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রথম সভাপতি এবং তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ প্রথম সাধারণ সম্পাদক।

১৯৩৪'এ তিনি চীনে ফিরে যান আবার - উদ্দেশ্য শান্তিনিকেতনে চীনা ভবন তৈরির জন্য অর্থ এবং পুঁথি সংগ্রহ। সফল হয়ে ৫০,০০০ টাকা এবং এক লাখ বই নিয়ে ফেরেন শান্তিনিকেতনে - যা দিয়ে চীনা ভবন স্থাপিত হয়। সে বছরই তৃতীয় পুত্র তান লীর জন্ম - শাংহাই শহরে।

ওই দশকে - জাপান চীনকে আক্রমন করলে রবীন্দ্রনাথ চীনের তৎকালীন নেতা চিয়াং কাই শেককে চিঠি লেখেন চীনের স্বাধীনতার স্বপক্ষে এবং জাপানের সাম্রাজ্যবাদীতার বিরুদ্ধে। পরে দিল্লী থেকে কংগ্রেস সভাপতী সুভাস বোস তান সাহেবকে বার্তা পাঠান চিয়াং কাই শেকের জন্য, ভারতের সাহাজ্য ও সমর্থন জানিয়ে। তান সাহেব শান্তিনিকেতন ফেরেন স্ত্রী পুত্র সহ। তাঁরই আয়োজনে পন্ডিত নেহরুর চীন ভ্রমনের আয়োজন করে Sino-Indian Cultural Society.

১৯৩৮ সালে তান সাহেব চীনের নেতা চিয়াং কাই শেকের সঙ্গে আলোচনায় বসেন - রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায়, চিন্তা করতে কি ভাবে চীন ও ভারত নিজেদের স্বাধীনতার চেষ্টায় পরস্পরকে সাহায্য করতে পারবে।

১৯৩৯ সালে চীন ওদের প্রথম বৌদ্ধ মিশন পাঠায় ভারতবর্ষে, যার দলনেতা ছিলেন reverend তাই শু। তাঁরা শান্তিনিকেতনে বেশ কিছুদিন থেকে জান।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া সত্যেও চিয়াং কাই শেক ঠিক করেন ভারত ভ্রমন করবেন 'strategic' কারনে - এবং রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ভাবনা ও চীন দেশের সঙ্গে পুরোনো ভুলে যাওয়া সম্পর্কতে নতুন প্রাণ দেবার চেষ্টা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ায় তিনি স্বস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ ও আলোচনা করেন।

তান সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা ১৯৪০ সালে শান্তিনিকেতনে জন্মায়। রবীন্দ্রনাথ তার নাম দেন চামেলি (তান চামেলি)।

তান লী চীন দেশে জন্মালেও, শান্তিনিকেতনে বড় হন। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর পিতাকে উদ্বুদ্ধ করেন, তেমনিই তান লীর জীবন দর্শন, বিশ্ব চিন্তা ও তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনায় রবীন্দ্রনাথের স্পর্শ সুস্পষ্ট।

তান লী শান্তিনিকেতন থেকে স্কুল এবং ISC পাস করে IIT খড়্গপুরের প্রথম batch'এ Engineering with Architecture and City Planning পড়েন। তারপর তিনি ছয় বছর Calcutta Improvement Trust'এ (CIT) ও ভারতের অন্যান্য শহরে আরও চার বছর চাকরি করে ১৯৬৮ সাল থেকে উত্তর আমেরিকা, কানাডা এবং দক্ষিণ আমেরিকার নানা শহরে চল্লিশ বছর Architecture ও City Planning'এ কাজ করে, গত ১৫ বছর হ'ল অবসর নিয়ে স্ত্রী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী ছাত্রী লীনা চ্যাটার্জীর সঙ্গে ডেল্টা সহরবাসী।

তান লী বাংলা হরফ নিয়ে ক্যালিগ্রাফী করেছেন, এবং ওনার বাংলা হাতের লেখা মুক্তোর মত।

ওনার সম্পাদনায় শান্তিনিকেতনের বয়স্ক প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকরা, যাঁরা স্বচক্ষে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, তাঁদের লেখা একত্র করে বই ছাপানো হয় - নাম 'এক সূত্রের সন্ধানে'। প্রথম সংকলন বার হয়েছে তিন বছর আগে - এবছর দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত করার চেষ্টা হচ্ছে।